যায়যায়দিন

পৃষ্ঠা ২৭

তারিখ ...30 JUN 2007 ...
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৬

এম আরজু

এসএসসি পরীক্ষার ফলাফলে গ্রাম-শহর বৈষম্য ও শিক্ষকদের নিয়ে কিছু কথা

গত ১২ জানুয়ারি এসএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। ১০ লাখ ২৪ হাজার ৫৩৭ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাস করেছে ৫ লাখ ৯৭ হাজার ৯৫৫ ও ফেল করেছে ৪ লাখ ২৬ হাজার ৫৮৭ জন। এর সঙ্গে বোর্ডের ডেটা প্রসেসিংয়ে ত্রুটির কারণে ফল বিভ্রাটের শিকার হয়েছে ৯৫ হাজার ৪৬৮ জন। ফেল করে আত্মহত্যাও করেছে কয়েকজন। তার সঙ্গে ২৪৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে কোনো শিক্ষার্থী পাস করেনি যা নিঃসন্দেহে কোনো সুখবর নয়। এ বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী ফেল করায় তাদের যেমন মূল্যবান সময় নষ্ট হয়েছে তেমনি অভিভাবকদের নষ্ট হয়েছে অনেক টাকা। সরকারি ব্যয় যোগ করলে এর পরিমাণ কয়েকগুণ বাড়বে।

গ্রামের স্কুলগুলোতে অন্যান্য বারের মতো এবারো ফল খারাপ হয়েছে। ভালো ফল অর্জন করার জন্য গ্রামের শিক্ষকরাই বেশি শ্রম দেয় এ কথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। কিন্তু প্রয়োজনীয় অবকাঠামোর অভাবে তারা লক্ষ্যে পৌঁছতে পারেনি এ কথাও সত্য গ্রামের শিক্ষার্থীরা সাধারণত দরিদ্র। তাদের অনেকেরই ঘরবাড়ি নেই, পেটে খাবার নেই, খাতা-কলম কেনার টাকা নেই, রাতে পড়ার জন্য কুপি-কেরোসিন নেই। এ ধরনের শিক্ষার্থীদের নিয়ে গ্রামের শিক্ষকরা সার্বক্ষণিক যুদ্ধ করে। কিছু ক্ষেত্রে জেতে, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই পরাজিত হয়। হওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়।

লক্ষ্য করলাম, ফল প্রকাশের পর শহরের নামিদামি স্কুলগুলোতে আনন্দের বন্যা বইছে। ওই সব স্কুলের এ প্লাস পাওয়া অধিকাংশ শিক্ষার্থীর অভিভাবক বিত্তশালী। তাদের ছেলেমেয়েদের এ প্লাস পেতে প্রাইভেট, কোচিং প্রভৃতির পেছনে অঢেল অর্থ ব্যয় করেন। ফলে রেজাল্টও ভালো করে।

তবে ভালো শিক্ষকের জন্য ভালো রেজাল্ট হচ্ছে, এ কথা যেমন জবার কোনো কারণ নেই তেমনি গ্রামের শিক্ষকরা অযোগ্য এ কথাও ঠিক নয়। সমস্যা শুধু গ্রাম ও শহরের অভিভাবকদের পাহাড়সম অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং সংশ্লিষ্টদের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি, যা সত্যিই দুঃখজনক।

ফল বিপর্যয়ের আরেকটি বিষয় যোগ করা যায়। সেটি হলো প্রাইমারি শিক্ষা। গ্রামের প্রাইমারি স্কুল থেকে যে শিক্ষার্থীরা হাই স্কুলে এসে ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হয় তারা এতোই দুর্বল থাকে যে, সরেজমিনে না গিয়ে বোঝার কোনো উপায় নেই। ফলে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য পেতে হলে প্রাইমারি শিক্ষাকে অধিক গুরুত্ব দিতে হবে- সংস্কার করতে হবে, ঢেলে সাজাতে হবে। একজন শিক্ষার্থীর মূল ফাউন্ডেশন প্রাথমিক শিক্ষা- তা লক্ষ্য রাখতে হবে।

শিক্ষা সচিব সংবাদ সম্মেলনে ফলাফল বিপর্যয়ের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন শিক্ষক আন্দোলনকে। একজনও পাস করেনি এমন ২৪৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বেতন ভাতা বন্ধের ঘোষণা দিয়েছেন।

একটি দৈনিকে দেখলাম, দেরিতে হলেও শিক্ষার সংস্কার ও মান উন্নয়নের লক্ষ্যে নিরপেক্ষ পরিদর্শন কর্তৃপক্ষ গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। ফলে এমপিও ভুক্ত প্রায় ২৭ হাজার বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে যোগ্যতার ভিত্তিতেই এমপিও বা বেতন ভাতা প্রাপ্তির প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হবে।

সরকারের এ পদক্ষেপকে সাধুবাদ জানাই। আরো সাধুবাদ জানাবো যদি সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকেও এ প্রতিযোগিতার আওতায় আনা হয়। সংস্কার সংস্কারের মতোই হোক- এ প্রত্যাশা করি।

আমাদের এ বিশাল জনসংখ্যাকে মানব সম্পদে পরিণত করতে হলে শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। আর সুশিক্ষার পূর্ব শর্তই হচ্ছে শিক্ষার সুষ্ঠু নীতিমালা, সময় উপযোগী পাঠ্যসূচি এবং ন্যায়-নীতিবান, আদর্শ ও মেধাবী শিক্ষক। একই সঙ্গে মেধাবী শিক্ষকের জন্য প্রয়োজন সম্মানজনক বেতন-ভাতা। অথচ বেসরকারি শিক্ষকরা কয় টাকা বেতন পান? ১০০ টাকা বাড়ি ভাড়া, ১৫০ টাকা চিকিৎসা ভাতা ২৫% উৎসব ভাতা এই তো। বার্ষিক কোনো ইনক্রিমেন্ট নেই, প্রমোশনের ব্যবস্থা নেই।

অনেক শিক্ষক তো অভুক্ত থাকেন। কেউ দুই টাকার একটি সিঙ্গারা, তিন টাকার এক কাপ চা- এ পাঁচ টাকা দিয়ে লাঞ্চ সারেন। বেচারা শিক্ষক বলে কথা!

তারা মজুরি বৃদ্ধির জন্য বাজারের খালি ব্যাগ হাতে নিয়ে মিছিল করে। ১০০ টাকার বাড়ি ভাড়া বৃদ্ধির জন্য পাখির বাসা মাথায় নিয়ে মিছিল করে। রাজপথে শুয়ে থাকে, অনশন করে, আন্দোলন করে। খেয়ে না খেয়ে শিক্ষকতা করে অসম্মান, অমর্যাদা, দারিদ্র্য নিয়ে মানবেতর জীবনযাপন করে। অথচ অনেকেই তাদের আন্দোলনের নেতিবাচক দিকটাই দেখে। কিন্তু তাদের জীবন যুদ্ধের কষ্টকর দিকটা দেখে বলে মনে হয় না।

বেসরকারি প্রাইমারি শিক্ষক, কমিউনিটি প্রাইমারি শিক্ষক, স্যাটেলাইট প্রাইমারি শিক্ষকদের অবস্থা তো আরো করুন। দারিদ্র্যের চরম সীমায় তারা বাস করে। আলো বাতাস পানি মেঘ বৃষ্টি ইত্যাদি খেয়ে তারা জীবন যাপন করে।

কিন্তু এমন তো হওয়ার কথা ছিল না। শিক্ষকরা তো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মানুষ হওয়ার কথা ছিল। সমাজে সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি হওয়ার কথা ছিল। শিক্ষকদের অমর্যাদা করে, অসম্মান করে আমরা কি জাতি হিসেবে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবো? পারবো না।

জাতিকে শিক্ষিত করে তুলতে হলে শিক্ষকদের সম্মান দিতে হবে। শিক্ষার সংস্কারের সঙ্গে শিক্ষকদের সম্মানজনক বেতন-ভাতা দিতে হবে। শিক্ষকতা পেশাকে আকর্ষণীয় করে গড়ে তুলতে হবে। আর ১০টি পেশার চেয়ে শিক্ষকদের মর্যাদা দিতে হবে। তবেই ফল বিপর্যয় রোধ সম্ভব হতে পারে।

লেখক : মহাসচিব, বাংলাদেশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্মচারী ফেডারেশন